যুগান্তর

তারিখ 09 DEC 2013
পৃ: ১৭ কলাম ৩

তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট

পিএসসি পরীক্ষার দুই বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস

যুগান্তর রিপোর্ট

সদ্য সমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষার বাংলা এবং ইংরেজি— এই দুটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে মনে করছে এ বিষয়ে গঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। তারা বলছে, বাংলা ৫৩ ভাগ আর ইংরেজির প্রশ্ন ৮০ ভাগ ফাঁস হয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজির প্রশ্নটি যেন সেটারই ফাঁস করে দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন ফাঁস হলেও এ মুহূর্তে পরীক্ষা বাতিল ও নতুন করে নেয়া হচ্ছে না। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট রোববার শিক্ষা ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে পেশ করে। এরপর তা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। জানা গেছে, ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই দু-একদিনের মধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। তদন্ত কমিটির প্রধান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম জানান, প্রশ্ন ফাঁস হলেও পুনরায় পরীক্ষা নিয়ে ২৬ লক্ষাধিক শিশুকে শাস্তি দিতে পারি না। তিনি আরও জানান, গণিত বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁসের কথা উঠলেও তাতে তারা মাত্র ৫টি প্রশ্নের মিল পেয়েছেন। আর সে ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন সাজেশন আকারে ছিল। যার মধ্য থেকে ৫টি প্রশ্ন মিলে যেতেই পারে। কিন্তু ইংরেজি প্রশ্নটির সৃজনশীল অংশ যেভাবে মিলে গেছে, তাতে তা ফাঁসই বলতে হচ্ছে। আর বাংলা প্রশ্নটির ব্যাপারে গণমাধ্যমে ৯০ ভাগ প্রশ্নের মিল বলা হলেও তারা ৫৩ ভাগের বেশি মিল দেখছেন না। তদন্ত কমিটি বলছে, প্রশ্ন ফাঁস ঘটনায় সরকারি ছাপাখানা বিজি প্রেস, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকর্তা, প্রশ্ন প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি'র (নেপ) একটি চক্র জড়িত। বিশেষ করে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর সঙ্গে কোচিং সেন্টারের যোগাযোগ রয়েছে। ওই ব্যক্তি ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত। তদন্ত কমিটি বলেছে, বিজি প্রেসে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ছাপা সংক্রান্ত কোনও ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণে নেই। অথচ ওই দিনের আগে-পরের ফুটেজ রয়েছে। সার্ভার ব্যাকআপেও ফুটেজ পাওয়া যায়নি, যা সন্দেহজনক। অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভবিষ্যতে যেন প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা না ঘটে এজন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সহযোগিতা নেয়া হবে।